তকদির / কদর

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "তকদির / কদর আল্লাহ পরিবর্তন করে দেন, বান্দার কাজের ভিত্তিতে"।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ق د ر দ্বারা গঠিত শব্দগুলো ১১টি ফরমে পবিত্র কোরআন মজীদে ১৩২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'তকদির' تقدير শব্দটি পাঁচটি আয়াতে এবং 'কদর' قدر শব্দটি সাতটি আয়াতে কোরআনুল করীমে এসেছে।

❖ **আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: تقدير**

১। এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ এর নিরূপণ।

فَالِقُ اَلإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اَلَّيْلَ سَكَناً وَاَلشَّمْسَ وَاَلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ । সূরা আল আনআম ৬ঃ ৯৬

২। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى اَلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴿٢﴾

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী ; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই ; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই । তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে । সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ২

৩। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ ৩৮

৪। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত । ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা । সূরা হামীম আস সাজদা ৪১ঃ ১২

৫। পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴿١٦﴾

রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে । সূরা আল ইসরা ৭৬ঃ ১৬

❖ **<u>আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: قدر</u>**

১। তাহারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

তাহারা আলাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই যখন তাহারা বলে, আলাহ্‌ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নাই ।' বল, 'কে নাযিল করিয়াছেন মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? বল, আলাহ্‌ই ; অতঃপর তাহাদেরকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও । সূরা আল আনআম ৬ঃ ৯১

২। উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না।

مَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী । সূরা আল হাজ্ব ২২ঃ ৭৪

৩। উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।

وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاَلأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَاَلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

উহারা আলাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না । কিয়ামতের দিন সমস্তপৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে । পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে । সূরা আয যুমার ৩৯ঃ ৬৭

৪। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿٣﴾

এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিযিক । যে ব্যক্তি আলাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আলাহ্‌ই যথেষ্ট । আলাহ্‌ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই ; আলাহ্‌ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা । সূরা আত তালাক্ব ৬৫ঃ ৩

৫। নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾

سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে ;

আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান ?

মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

সেই রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ।

শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত । সূরা আল কদর ৯৭ঃ ১ থেকে ৫

❖ **<u>আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: يُغَيِّرُ قَدرَ ‘ভাগ্য পরিবর্তন’।</u>**

১। এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আলাহ্র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে । এবং আলাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে । কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আলাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নহে এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই । সূরা আর রাদ ১৩ঃ ১১

২। আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি তাহার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল।

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾

আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি তাহার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল । সূরা আল হিজর ১৫ঃ ৪

৩। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি । সূরা আল হিজর ১৫ঃ ২১

৪। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।

مَّا كَانَ عَلَى اَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اَللَّهِ فِى اَلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اَللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ﴿٣٨﴾

আলাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই । পূর্বে যেসব নবী অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আলাহর বিধান । আলাহর বিধান সুনির্ধারিত । সূরা আল আহযাব ৩৩ঃ ৩৮

৫। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿٣﴾

এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিযিক । যে ব্যক্তি আলাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আলাহই যথেষ্ট । আলাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই ; আলাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা । সূরা আত তালাক্ব ৬৫ঃ ৩

❖ **মুসলিম শরীফের হাদীস:**

মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

৬৪৮২। আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্র) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরুপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশত পিণ্ডের রুপ নেয়। এরপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রুহ ফুকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তা হল এই- তার রিযক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম, এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া।

সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তিত করেন

৬৫০৯। যুহায়র ইবনু হারব ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় (আল্লাহ তাআলা) এর দু'আংগুলের মাঝে একটি মাত্র কলবের মত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তা ওলট পালট করেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কলব সমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।"

কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তাকদীরকে আল্লাহর উপর ভরসা করা

৬৫৩২। আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শক্তিশালী মুমিন দুর্বলের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যাতে তোমার উপরকার হবে তার প্রতি তুমি লালায়িত হয়ো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ে থেকো না। যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তবে এরূপ এরূপ হত। বরং এই বল যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, তোমার لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলে দেয়।

মুসলিম শরীফের হাদীস কিতাব ৩৩ হাদিস নম্বর ৬৩৯৮

এক ব্যক্তি রাসূল সা: কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা: যদি সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিব? রাসূল সা: বললেন: না! আমল করতে থাক, জান্নাতি লোকদের জন্য তাদের দুনিয়ার আমল সহজ করে দেয়া হবে এবং জাহান্নামী লোকদের জন্য দুনিয়ার আমল কঠিন করে দেয়া হবে। তখন রাসূল সাঃ কোরআনের আয়াত পাঠ করে শোনালেন-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾

সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে । সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৫

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৬

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ । সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৭

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾

এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৮

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾

আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৯

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ । সূরা আল লাইল ৯২ঃ ১০

মানুষের ভাগ্য কি পূর্ব নির্ধারিত, নাকি সে নিজেই এর পরিকল্পক। এ প্রশ্নে পন্ডিত ব্যক্তিরা অতীত ও বর্তমানে বহু আলোচনা করেই চলছেন।

এটা এমন একটা বিষয় কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ এমন কি রাস্তার মানুষও এটাকে উপেক্ষা করতে পারে না।

তকদির / কদরে বিশ্বাস আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব রাখে, এবং আমরা প্রায়শই দেখি আমাদের জীবন 'ভাগ্য' ও 'ইচ্ছাশক্তির' মাঝে দোলায়মান।

মানুষ যদি নিজের দিকে তাকায় সে লক্ষ্য করবে, শত শত ব্যাপার রয়েছে যেগুলো তার জীবনে ঘটে যাচ্ছে সেগুলোর উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যেমন কোন ভূখণ্ডের তার জন্ম হবে, তার মেধা শক্তি প্রখর হবে না সে কি বোকা মানুষ হবে; তার শারীরিক গঠন কেমন হবে হৃষ্টপুষ্ট না রোগা, সাদা না কালো, বেটে না লম্বা, তার হার্ট ও মস্তিষ্ক কি ধরনের হবে সেকি বিকলাঙ্গ হবে না সুঠাম হবে ইত্যাদি তার জন্মগত, এগুলোতে সে অসহায় এবং সৃষ্টিকর্তার শক্তির উপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর মেধা ও শারীরিক শক্তি দ্বারা এ দুনিয়ায় অনেক বড় বড় কিছু অর্জন করতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

আল্লাহ তা'য়লা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অপরিসীম হেকমত ও দয়া যে, তিনি মানুষকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (Limited autonomy) দিয়েছেন, যে কারণে মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি (freewill) ব্যবহার করে অনেক কাজ করতে পারে। যেহেতু মানুষকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা (Limited autonomy) ও ইচ্ছাশক্তি (freewill) দেয়া হয়েছে, সেজন্যই বিচারের দিনে তার ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব নেয়া হবে।

❖ কোরআনের আয়াতসমূহ

১। আল্লাহ চাইলে সবাইকে হিদায়তের উপর একত্র করে দিতেন।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশের সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আলাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদেও সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। সূরা আল আনআম ৬ঃ ৩৫

২। আল্লাহর তখনই তার নেয়ামত পরিবর্তন করেন যখন জাতি নিজেই অবস্থার পরিবর্তন করেন।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আলাহ্ এমন নন যে, তিনি উহাদেরকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং নিশ্চয়ই আলাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আল আনফাল ৮ঃ ৫৩

৩। আল্লাহ ফাসিকদের (সীমালংঘনকারী) ছাড়া কাউকে বিপথগামী করেন না।

إِنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

আলাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য-যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে, আলাহ্ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন ? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ-পরিত্যাগকারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না- সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৬

৪। মানুষ তাই পাবে যা সে চেষ্টা করে।

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না, সূরা আন নাজম ৫৩ঃ ৩৮

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, সূরা আন নাজম ৫৩ঃ ৩৯

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের কদর ভাগ্যে (ভবিষ্যতে) কি নির্ধারণ করে আল্লাহর রেখেছেন- সে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আউলিয়া, দরবেশ কারও ভবিষ্যতের কদর (ভাগ্য অথবা নির্ধারিত) জানা নেই।

আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। আমাদের উচিত ইস্তেগফার, অন্যায় কাজ পরিহার করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আশা করা যায় এবং আমাদেরকে আশা করতে হবে, আল্লাহ রহমানুর রহিম আমাদের খারাপ কাজ পরিবর্তন করে আমাদের জন্য ভাল কাজ করার পথ সুগম করে দেবেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতে দাখিল করাবেন। সেটাই হবে আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন। আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।